অভিভাষণ*

আপনারা আমায় আপনাদের বার্ষিক সভায় আহ্বান ক'রে আমাকে বিশেষ সম্মানিত ক'রেছেন। আমি নিজেকে এ আহ্বানের এ সম্মানের নিতান্ত অযোগ্য ব'লে মনে করি। ছাত্রাবস্থায় শান্তিনিকেতনে অবস্থান আর অধ্যয়ন কর্‌বার সুযোগ আমার হয়-নি, সুতরাং শান্তিনিকেতনের প্রাক্তন ছাত্র ব'লে যে গৌরব আপনারা অনুভব করেন, তা থেকে আমি বঞ্চিত। কিন্তু গত আট-দশ বছর আগে যখন আমি প্রথম শান্তিনিকেতন আশ্রম দেখ্‌তে আসি, তখন থেকেই আশ্রমের সঙ্গে মনে-মনে আমি একটি যোগ অনুভব ক'রে আস্‌ছি। তাতে আমিও যে শান্তিনিকেতনেরই একজন, এই রকম একটা ধারণার অধিকারী হ'তে পেরেছি। আর তা ছাড়া, আপাতত আমাকে শান্তিনিকেতনের একজন ছাত্র ব'লে ধ'রে নেওয়া যেতে পারে। শান্তিনিকেতনকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা আর আদরের সঙ্গে দেখি ব'লে, আর এখানকার অধ্যাপক আর ছাত্র অনেকের স্নেহ আর প্রীতি লাভ ক'র্‌তে পেরেছি ব'লে, আপনাদের এই আহ্বান আমি আনন্দের সঙ্গে গ্রহণ ক'রেছি।

যে পুরুষশ্রেষ্ঠের চরণতলে ব'স্‌তে পাওয়ার ফলে আপনাদের ছাত্রজীবন মহনীয় হ'য়ে উঠেছিল,—সাক্ষাৎ-সম্বন্ধে না হ'লেও, কৈশোরের অবসানের সময় থেকেই পরোক্ষভাবে তিনি আমার আর আমার মতন অনেকেরই গুরুদেব। আপনারা তাঁকে বরাবরই অতি নিকটে পেয়েছিলেন, পেয়ে আছেন, শ্রেষ্ঠ এক গৌরবের অধিকারী আপনারা। এই মহৎ সান্নিধ্যে আপনাদের জীবন উজ্জ্বল হ'য়েছে নিশ্চয়ই—জীবনে কতগুলি উচ্চ প্রেরণা আপনারা লাভ ক'রেছেন নিশ্চয়ই। যাঁরা আপনাদের মতন তাঁকে কৈশোরে বা যৌবনে ব্যক্তিগতভাবে আচার্য্য রূপে দেখ্‌বার সৌভাগ্য লাভ করেন-নি, তাদেরও অনেকের কাছে তাঁর গান আর কবিতার মধ্য দিয়ে তাঁর লেখার মধ্য দিয়ে সেই প্রেরণা অন্তত কিছু পরিমাণে এসে পঁউচেছে। কারণ খালি বাঙালী বা বাঙলা-পাঠীর কাছে নয়, পৃথিবীর সব দেশের চিন্তাশীল মানুষের কাছে তিনি একজন বরেণ্য আচার্য্য, অন্যতম যুগন্ধর গুরু।

* শান্তিনিকেতন আশ্রমের প্রাক্তন ছাত্রদের বার্ষিক অধিবেশন উপলক্ষ্যে সভাপতি কর্তৃক পঠিত (৮ই পৌষ, ১৩৩১)।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

যে বাণী নোতুন ক'রে আমাদের গুরুদেব এই শান্তিনিকেতনের মধ্যে থেকে প্রচার ক'রে বিশ্বকে আহ্বান ক'রছেন, যে বাণী এই ঘৃণা-দ্বেষ-দ্বন্দ্বময় জগতে লোকের মনে প্রীতি-মৈত্রী-শান্তির ভাব আনতে সাহায্য ক'রবে আর ক'রছে, সেই বাণী হ'চ্ছে বিশেষ ক'রে ভারতবর্ষেরই বাণী। সুদূর অতীতে ভারতে আর্য্যের সঙ্গে কোল-দ্রাবিড়-মোঙ্গোলের মিলন আর সংমিশ্রণের পর থেকে, যখন ভারতের সভ্যতা বিশিষ্টতা লাভ ক'রে দাঁড়াল', তখন-থেকেই ভারতবর্ষ এই বাণী প্রচার ক'রে আসছে। যুগ-যুগ ধ'রে ঋষি যতি ভিক্ষু, ব্রাহ্মণ সন্ন্যাসী পরিব্রাজক, সাধু সন্ত বৈরাগী, এমন কি ভারতের মুসলমান পীর ফকীর দরবেশ, সেই এক-ই বাণী বহন ক'রে আসছেন। সেই বাণী হ'চ্ছে অহিংসার আর ত্যাগের, মৈত্রীর আর করুণার, জিজ্ঞাসার আর পরিপৃচ্ছার, আর শ্রেয়ের অনুসন্ধানের। উপনিষদ্, মহাভারত, বৌদ্ধশাস্ত্র, মধ্যযুগের সাধুসন্তদের কবিতা গান, দক্ষিণের ভক্তদের গান প্রভৃতি যে-সমস্ত রচনায় এই বাণী রক্ষিত হ'য়ে আছে, সেই-সব রচনা, যে-সমস্ত ব্যক্তিগত আর সমাজগত আচার-অনুষ্ঠানে এই বাণীর পরিপোষকতা ক'রতে সাহায্য ক'রেছে, সেই-সমস্ত আচার অনুষ্ঠান, যে-সমস্ত সুকুমার কলায় শিল্পে গানে কাব্যে সাহিত্যে এই বাণীর দ্বারা অনুপ্রাণিত ভারতীয় চিত্তের মনোহর প্রকাশ হ'য়েছে, সেই-সমস্ত সুকুমার শিল্প আর সাহিত্য; যে-সমস্ত গভীর দর্শনে আর অন্য আলোচনায় এই বাণীর দৃঢ় প্রতিষ্ঠার প্রয়াস হ'য়েছে, সেই-সব দর্শন আর চিন্তা; এক কথায়, গত আড়াই বা তিন হাজার বছর ধ'রে ভারতের যা কিছু সু-কৃতি ভারতের যা কিছু সৃষ্টি, যা মানুষকে উচ্চ-লোকে নিয়ে যেতে চায়, সে-সবই হ'চ্ছে আমাদের অর্থাৎ জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে ভারতীয়দের পিতৃ-পুরুষদের কাছ-থেকে পাওয়া রিক্থ। এই রিক্থ হ'চ্ছে মানব জ্ঞান-ভাণ্ডারে, মানবের সৃষ্ট সৌন্দর্য্য-ভাণ্ডারে একটি শ্রেষ্ঠ জিনিস। এই রিক্থ এখন আর কৃপণের ধনের মতো কেবল ভারতবর্ষেরই সম্প্রদায়-বিশেষের পেটক-বদ্ধ রত্ন ক'রে রেখে দেবার বস্তু নয়। বাইরের লোকে এখন এই রত্নের খবর পেয়েছে—আর আমাদের কাছ থেকে এর উদ্ধার ক'রে তাকে প্রকাশ ক'রে দিয়েছে। সমস্ত বিশ্ব এখন এই রিক্থের অধিকার চায়। আর আমাদের প্রসন্ন মনে যতদূর আমাদের দ্বারা সাধ্য হবে তাদের সেই অধিকারের দাবী মেনে নিতে হবে। আমাদের কাছ থেকে বিশ্বের যা আবশ্যক তা বিশ্ব নেবেই। আমাদেরও কর্তব্য আছে—পরিবর্তে বিশ্বের কাছ থেকেও কিছু নেওয়া। বিশ্বের মানব কোথায় কখন্ সত্য-শিব-সুন্দরের সাক্ষাৎ লাভ ক'রেছে, কোথায় সৎ-এর কোন্ দিক দেখ্‌তে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

পেয়েছে তা তাদের কাছ থেকে শিক্ষা ক'রে আত্মসাৎ ক'রে নিয়ে আমাদের পিতৃপুরুষ থেকে প্রাপ্ত রিক্থকে আরও শোভা সৌন্দর্য্য পরিপূর্ণতা উপযোগিতায় সমৃদ্ধ ক'রে তুল্‌তে হবে। তা না হ'লে আমরা আমাদের পিতৃপুরুষদের নিকটে আমাদের যে ঋণ আছে তা শোধ ক'র্‌তে পার্‌বো না। যখনই বাইরের মানুষের সঙ্গে আমাদের দেশের যোগ ঘ'টেছে, আমরা তখনই তাদের কাছ থেকে তাদের শ্রেষ্ঠ জিনিস, যা আমাদের ছিল না বা থাক্‌লেও যাতে আমরা প্রাবীণ্য লাভ ক'র্‌তে পারি-নি, তা কিছু-না-কিছু তাদের শিষ্যত্ব স্বীকার ক'রে শিখে নিয়েছি। আর এই নেবার ফলে আমাদের জাতীয় সভ্যতা জাতীয় আত্মা বিশেষভাবে পরিপুষ্টি লাভ ক'র্‌তে পেরেছে। এইতেই না কতকটা গ্রীকের শিক্ষায় ভাস্কর্য্য-শিল্পে আর জ্যোতিষে প্রাচীন ভারতের উন্নতি, এইতেই না আমাদের জ্ঞাতি ঈরানী মুসলমানের সংস্পর্শে এসে ভারতের মধ্য যুগের কবীর নানক প্রমুখ সন্ত গুরুদের চিন্তার আর অনুভূতির অপরূপ বৈচিত্র্য আর তার অমৃতময় প্রকাশ; এইতেই না আধুনিক বাঙলা সাহিত্য, বিদেশের সাহিত্যের সোনার কাঠি ছোঁয়ানোর ফলে, নোতুন প্রাণ পেয়ে অপূর্ব শক্তি আহরণ ক'রে বিশ্বসমক্ষে দাঁড়াবার অধিকারী হ'য়েছে।—কিন্তু আমাদের দেবারও যে কিছু আছে, কাজেই এখানে নেবার কোনও লজ্জা নেই, এ হ'চ্ছে প্রদানের পরিবর্তে আদান,—এ বিনিময়, ভিক্ষা নয়। বিশ্বের অংশ আমরা, আমরা বিশ্বের সঙ্গে সাহচর্য্য ক'রে চ'ল্‌বো। আধুনিক ভারতের স্রষ্টা রামমোহন থেকে আমাদের পূজনীয় গুরুদেব, সমস্ত দূরদর্শী মহাপুরুষ আমাদের এই সাহচর্য্য ক'র্‌তেই উপদেশ দিচ্ছেন, আর তাঁরা নিজেরাও সেই সাহচর্য্য ক'রে আমাদের পথ দেখিয়েছেন।

আমাদের বিশ্বভারতী বিশ্বের সামনে ভারতের আদর্শকে ধ'রে তুল্‌তে চান। মানবের সুখশান্তি পরমার্থ লাভের পথে পৃথিবীতে এ আদর্শের সার্থকতা আছে, বিশেষত পাশ্চাত্য জগতে যে আছে, এ কথা বহু পাশ্চাত্য মনীষী স্বীকার ক'রেছেন। The world must be Indianised, ভারতকে বিশ্বময় ছড়িয়ে' দিতে হবে; ভারতের সভ্যতার বাহ্য বর্ণ-চিহ্ন বা তকমা সব জাতকে পরাবার চেষ্টা ক'রে নয়, কারণ এই বর্ণ-চিহ্নটি ভেদ আর বিরোধের সৃষ্টি করে; কিন্তু ভারতের সূক্ষ্ম গভীর আধ্যাত্মিক ভাবের সঙ্গে-সঙ্গে যে পরমত-সহিষ্ণুতা আছে, ভারতের জীবনের সব দিকের মূলে যে তিতিক্ষা যে মৈত্রী যে শান্তি যে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

অনুসন্ধিৎসা বিদ্যমান, তাদের জীইয়ে' রেখে, জাগিয়ে' রেখে, সবল রেখে, আর বিশ্বমানবের মনে যেখানে এর অনুকূল ভাব প্রকট বা সুপ্ত, অস্ফুট বা পীড়িত হ'য়ে আছে, তার সঙ্গে ভারতের এই জীবনীবাহী শিক্ষার যোগ সাধন ক'রে। আর কেবলমাত্র সেইটি কর্‌বার চেষ্টা ক'রে নয়; নিজেদের আত্মিক উন্নতির জন্য বিশ্বকেও আমরা ভারতের ভিতরে আন্‌বো। কাউকে আমরা অস্বীকার ক'র্‌বো না; কারণ সকলেই বিরাট্ বিশ্বপুরুষের অংশ। সকলের উৎকর্ষ আমরা গ্রহণ ক'র্‌বো, সকলের সুকৃতির ফল আমরা নেবো। খ্রীষ্টান সাধুর এই উক্তি আমাদের মন্ত্র ক'রে নিতে হবে—

> Finally, brethren, whatsoever things are true,
> Whatsoever things are just.
> Whatsoever things are pure,
> Whatsoever things are lovely.
> Whatsoever things are of good report :
> If there be any virtue, and if there be any praise,
> Think on these things.

পৃথিবীর মধ্যে সৎ চিন্তার পোষক যা কিছু, মানুষের দেহের মনের আর আত্মার স্বাধীন বিকাশের অনুকূল যা কিছু আছে, তার সম্বন্ধে আমাদের ভারতীয় প্রাণের সম্পূর্ণ অনুমোদন আর সহযোগ আছে। আমরা যে অতি সহজেই সকলকে মেনে নিয়েছি—আমাদের ঋষি আচার্য্য সাধক সকলেই বিশ্বমৈত্রীর উপদেশ আমাদের যুগ যুগ ধ'রে দিয়ে আস্‌ছেন :

> যস্তু সর্বাণি ভূতান্যাত্মন্যেবানুপশ্যতি,
> সর্বভূতেষু চাত্মান'—ততো ন বিজুগুপ্সতে ॥

'যিনি সমস্ত প্রাণীকে আপনাতে দেখেন, আর আপনাকে সমস্ত প্রাণীতে দেখেন, তিনি কারও কাছ থেকে নিজেকে সরিয়ে' নেন না, কাকেও ঘৃণা করেন না।'

'আত্মৌপম্যেন ভূতেষু দয়া' কুর্বন্তি সাধবঃ', 'উদারচরিতানাং তু বসুধৈব কুটুম্বকম্'—এ-সব তো আমাদের দেশের অতি সাধারণ কথা; লাতীন লেখকের homo sum, humani nihil a me alienum puto—'মানুষ আমি, মানুষ-সংক্রান্ত এমন কিছু নেই যাকে আমি নিজের থেকে দূরের জিনিস ব'লে মনে করি'—এইরূপ ভাব আন্‌বার মতন মানসিক অবস্থায় আস্‌তে আমাদের বেশী পরিশ্রম ক'র্‌তে হয় না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

আমরা মানবের সর্বাঙ্গীণ উন্নতিতে আস্থাবান্। যদিও এখন আমরা চারিদিকে নানা অত্যাচার অশান্তি অধঃপতন অন্যায় দেখ্‌তে পাচ্ছি, তবু মোটের উপর মানুষ উচ্চ থেকে উচ্চতর পথে অগ্রসর হ'চ্ছে, এটা আমরা মনে করি। অন্যায় অত্যাচার দুঃখ ক্লেশ নেই এমন সত্যযুগ কোনও কালে ছিল না; এ কথা ইতিহাস আমাদের ব'ল্‌ছে, যুক্তিতর্কের দ্বারা বিচার ক'র্‌লে এ কথা মান্‌তেই হবে। কল্পনায় এক সত্যযুগকে খাড়া ক'রে তার উপর অন্ধ ভক্তি এনে বর্তমান আর ভবিষ্যৎকে উপেক্ষা ক'র্‌লে জাতীয় জীবনে আত্মহত্যা করা ছাড়া আর কিছু হবে না। আগেকার যুগে মানুষের অনুভূতির প্রসার ছিল অল্প, অল্প জায়গার মধ্যে নিজের গণ্ডীর অন্তর্গত ভাবরাজী নিয়েই সাধারণতঃ তার কারবার ছিল, সে জিজ্ঞাসু মনের অধিকারী হ'লে তার সেই অল্পকেই তাকে অত্যন্ত গভীরভাবে জান্‌তে হ'ত, তার পক্ষে আর অন্য উপায় ছিল না। সাধারণ লোকে সেই অল্পটুকুর ভিতরে কি খুব গভীরভাবে নাম্‌তে চেষ্টা ক'র্‌ত, বা নাম্‌ত? হয়-তো কোথাও তা ক'র্‌ত, কিন্তু নিঃসন্দেহে তা বলা যায় না। কিন্তু এখন আমাদের ভাবরাজ্য বহুবিস্তৃত হ'য়ে প'ড়েছে। এতে গভীরতার বদলে বিস্তারের দিকেই আমাদের ঝোঁক হ'য়েছে। বিস্তার জিনিসটা মন্দ নয়, যদি তা কেবল উপর-উপর, কেবল ভাসা-ভাসা না হয়। কিন্তু যথার্থ পণ্ডিতের পক্ষে বিস্তার আর গভীরতা দুই-ই সাধন করা এখনই সম্ভবপর হ'য়েছে। আগে সে সম্ভাবনা ছিল না। আমাদের মধ্যে সাধারণ লোক যাঁরা, তাদের পক্ষে দুটো সাধন করা সব সময়ে সম্ভব হবে না। একটি বিষয় আমরা ভালো ক'রে জানি, আর বাকী সবের যেন রসাস্বাদ কর্‌বার অধিকার রাখ্‌তে পারি। একটি বিষয়ে গভীর না হ'লে আমাদের তাল ঠিক থাক্‌বে না, বহু বিস্তারের ফলে আমরা পথভ্রষ্ট হ'য়ে মনো-রাজ্যে ঘুরে-ঘুরে বেড়াতে থাক্‌বো, জ্ঞানের লক্ষ্য আমাদের ঠিক থাক্‌বে না। আবার কোনও বিশেষ ভাবরাজীকে ভাল ক'রে জান্‌তে হ'লে কেবলমাত্র তাতেই আবদ্ধ থাক্‌লে চ'ল্‌বে না। ব্যাপকভাবে দেখ্‌লে তবে প্রত্যেক জিনিসের যথার্থ পরিচয় হয়। পরিধি না থাকলে কেন্দ্র কোথায়? মানসিক রাজ্যে কেন্দ্রের যেমন আবশ্যকতা, পরিধিরও তেমনি আবশ্যকতা আছে। আমাদের মনের গতি এই যুগে হ'চ্ছে পরিধিমুখী; আগে ছিল কেন্দ্রমুখী। শ্রেষ্ঠ মানসিক উৎকর্ষ হয় দুইয়ের সামঞ্জস্যে। নানা রাজনৈতিক কারণে, আত্মরক্ষার চেষ্টায়, বাইরের পরিধির প্রতি আমাদের দেশের লোকের একটা অশ্রদ্ধা একটা অবজ্ঞার ভাব এখন জেগে উঠেছে। যাতে বাহির এসে আমাকে ডুবিয়ে' দিতে না পারে,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

আমাকে ভাসিয়ে নিয়ে না যায়, সেই-জন্যে বাহিরকে অস্বীকার ক'রে বর্জন ক'রতে পারলেই, আমার কেন্দ্রকে আঁকড়ে ধ'রে থাকতে পারলেই আত্মরক্ষা হবে। এইরূপ মনোভাবের কারণ বুঝতে পারা যায়, আর এর স্বপক্ষে হয়-তো যুক্তিও থাকতে পারে। কিন্তু পরিধির দিকে চাইলেই কেন্দ্রচ্যুত হয় তারা, যারা জানে না কেন্দ্রের স্বরূপটি চিনে নিয়ে ঠিকমতো কোথায় তার সঙ্গে বজ্র-বাঁধনে অচ্ছেদ্য-যোগে বদ্ধ থাকতে পারা যায়। আমাদের জাতীয় জীবনের জাতীয় উৎকর্ষের কেন্দ্র কোথায় তা যদি আমরা সত্যরূপে জানতে পারি, আর তা জেনে, আমাদের ব্যক্তিগত আর জাতীয় জীবনে তার আবশ্যকতা প্রণিধান ক'রে, আমাদের কাছে তা কতখানি সত্য তা যদি বুঝতে পারি, তা-হ'লে বাইরে যত দূরেই আমাদের চিন্তার ব্যাসার্ধ প্রসারিত হোক না কেন, আমরা ঠিক্ থাকবো। আগে নিজেকে জানা দরকার, ভালো ক'রে জানা দরকার, আবার সেই জানা পূর্ণ ক'রতে গেলে বাহিরকেও জানা দরকার। এই দুইয়ে জড়িয়ে পুরা এক চক্র। আত্মজ্ঞানের জন্যে বাহিরের উপযোগিতাকে স্বীকার ক'রে নিতেই হয়।

আমাদের ভাবরাজ্য বহুবিস্তৃত হ'য়ে প'ড়েছে। খ্রীষ্টীয় বিংশ শতকে আমরা অবস্থান ক'রছি। এক আমাদের নিজেদেরই ভারতীয় জগৎ র'য়েছে—তার ভাবরাজ্য কত বড়ো! আমাদের প্রাচীন কথা বেদ-উপনিষদের যুগ থেকে আরম্ভ ক'রে বৌদ্ধ কাল, মৌর্য্য-যবন-শক-গুপ্ত-কালের কত বিচিত্র উৎকর্ষকে অবলম্বন ক'রে, উত্তর-ভারতীয় আর দক্ষিণ-ভারতীয় আর্য্য-দ্রাবিড় জাতের কত কীর্তি কত সৌন্দর্য্য- আর সাহিত্য-সৃষ্টিকে নিয়ে আমাদের মুসলমান-পূর্ব যুগের কথা; তারপর নানা নূতন কৃতিসম্ভার নিয়ে আমাদের মুসলমান যুগ আছে। এক ভারতেই কত না বৈচিত্র্যের সমাবেশ, কত না বিভিন্ন প্রকারের ভাবসম্পদ্। তেমনি অন্য-অন্য কত দেশে মানুষ কত না ভিন্ন রূপে সভ্য হ'য়ে, কত নোতুন জিনিস আমাদেরই জন্য উদ্ভাবন ক'রে ইতিহাসের পথ বেয়ে চ'লে এসেছে, আসছে,—আর কত ভিন্ন ভিন্ন যুগ ধ'রে। সে-সবের ছিটে-ফোঁটা তো বাঙলা-দেশেই ব'সে-ব'সে আমি আস্বাদ ক'রতে পারছি। Culture বা মানসিক উৎকর্ষ এখন জাতিবিশেষের কৃতিকে অবলম্বন ক'রে নেই, Culture এখন বিশ্বমানবের সাধারণ সৃষ্টি আর সাধারণ সম্পদ্, সমগ্র জগতে এখন এক, এতে আজ কোনও জাত বাদ প'ড়তে পারে না। এই সাত-আট হাজার বছর ধ'রে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

সভ্য হবার পর মানুষ যা ক'রেছে, সে সমস্তের হক্-ওয়ারিসান মালেক হ'চ্ছি আমরা—অর্থাৎ সব দেশের শিক্ষিত লোকেরা। এত বড়ো একটা অধিকার—এ কে কি ছেড়ে দিয়ে, কারো উপর রাগ ক'রে মুখ ফিরিয়ে' নিজের কোণে ব'সে থাক্‌বো? এর দ্বারা আমার তো নৈতিক বা মানসিক অবনতি আমি দেখ্‌তে পাচ্ছি না—জগতের আর সকলের কাছে আমি হীন আমি দরিদ্র আমি ভিখিরি, এই ভাবে চিন্তা ক'রে পরের ঐশ্বর্য্যে অভিভূত হ'চ্ছি না, কারণ আমার যা আছে তা আমি জানি। আমি বাঙালী হিন্দু; মিসরের গ্রীসের চীনের আধুনিক ইউরোপের সাহিত্য কলা চিন্তা আধ্যাত্মিকতা, সব-ই আমার যুগের কল্যাণে আমার মানবত্বের দাবীতে আমি পেতে পারছি। এ-সব ছেড়ে দিয়ে কোনও অজ্ঞাত বৈদিক যুগে আমি ফিরে যেতে চাই না—পরবর্তী কালের সঙ্গে তুলনায় যে-যুগ সত্যি-সত্যিই অর্ব্বর্বর, কিন্তু উপনিষদের আলো-কে কল্পনার রঙীন কাচের মধ্যে দিয়ে তার উপর ফেলে আমরা তাকে লোকোত্তর মহত্বে শোভায় শ্রীতে মণ্ডিত ক'রে নিয়েছি। আর Back to the Vedas কথার চরম বিচার ধ'রলে, একেবারে আদিকালের মানুষ হ'য়ে পাথরের অস্ত্র হাতে ক'রে পশু-হননের চেষ্টায় জঙ্গলে-জঙ্গলে ঘুরে' বেড়াতে কেউ রাজী হবে না। আরও নাই-আকড়ে' হ'লে পরে, আরও এগিয়ে' গিয়ে বানরের অবস্থায় বা protoplasm অবস্থায় পঁউছে যেতে পারলেই বোধ হয় অনেকে ভালো মনে ক'রবেন—কিন্তু সেই অজ্ঞাতের মোহান্ধকারে আমি ফিরে যেতে চাই না। আনাতোল ফ্রাঁসের কথায়—J'ai passé l'âge heureux où on admire les choses qu'on ne comprend pas. J'aime la lumière: অর্থাৎ 'যে সদানন্দ বয়সে লোকে যে জিনিস বোঝে না সেই জিনিসের আদর করে, সে বয়স আমি পেরিয়েছি। আমি আলো ভালোবাসি।' পার্থিব সভ্যতার নানা সুবিধার, নানা দৈহিক আরামের কথা ধ'রছি না, সে-জিনিসটা খুব একটা বড়ো জিনিস নয়, কিন্তু সভ্য মানুষের, আধুনিক মানুষের স্বাধীন মন আমি পেয়েছি আমাদের এই যুগধর্ম্মের ফলে। আর ভারতীয় ব'লে, ভারতের প্রাচীন চিন্তার আব-হাওয়ায় বেড়ে উঠেছি ব'লে, আমার পক্ষে সেই মন লাভ করা অতি সহজই ঘ'টেছে, সে সহজলভ্যতার সৌভাগ্য থেকে বহু সভ্য দেশ এখনও বঞ্চিত আছে। এই যে মনোজগতের স্বাধীনতার কথা ব'লছি, একমাত্র এই স্বাধীনতাই বাহ্য পরাধীনতার যত কিছু আঘাতকে কোমল হাত বুলিয়ে' আরাম ক'রে দেবার চেষ্টা করে। এই মানসিক স্বতন্ত্রতা আছে ব'লেই সভ্য

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

মানুষ পরতন্ত্র থাকলেও স্বাধীন মানুষ হিসাবে প্রাণধারণ ক'রতে সমর্থ হয়,—অন্যথায় কেবলমাত্র দাস হ'য়ে পশুবৎ হ'য়ে যেত।

বাইরের পরাধীনতা যতই কেন নিষ্ঠুর যতই কেন কঠোর হোক্ না, মন যদি স্বাধীন থাকে তা হ'লে সে পরাধীনতা কিছুতেই স্থায়ী হ'য়ে থাকতে পারে না। সব-চেয়ে সর্বনাশকর হবে মনের স্বাধীনতার হানি। এই স্বাধীনতা-নাশের চেয়ে বাহ্য পরাধীনতা সহস্র গুণে শ্রেয়। আমি চিন্তা-শক্তিকে পরিচালনা করবার যোগ্যতা লাভ ক'রে, কী হ'চ্ছে তা জেনে কাজ ক'রতে চাই, আমি জানতে চাই, আমি বুঝতে চাই। যদিও সেই জানার পর, প্রতীকার ক'রতে পারার শক্তি না থাকার দরুন, মনে আমি দারুণ অশান্তি বা অস্বস্তি মাত্র লাভ করি—কারণ জেনে শক্তির অভাবে প্রতীকার ক'রতে না পারার মতো কষ্টকর, তার মতো বুক-ভাঙা আর কিছু নেই—কিন্তু তবুও আমি জানবো; আমি pathetic, placid contentment-এ থাকতে চাই না। হয়-তো কখনও উপলব্ধি বা অনুভূতির বন্যা এসে আমাকে ভাসিয়ে নিয়ে যেতে পারে, হ'তে পারে, জানার নির্মল আনন্দে মত্ত হ'য়ে ব'সে থাকার চেয়ে, বা তার যে divine discontent তা'তে ছট্‌ফট্ ক'রে বেড়ানোর চেয়ে, অনুভূতি বা উপলব্ধির রসের সাগরে ডুবে যাওয়াটাই মানুষের মন বা আত্মার পক্ষে চরম লাভ, তার পক্ষে পরমার্থ, পুরুষার্থ। কিন্তু যতক্ষণ আমার ঈশ্বর-দত্ত বা প্রকৃতি-থেকে-লব্ধ বুদ্ধি আছে, ততক্ষণ তাকে মেরে আমি আত্মঘাতী হ'তে চাই না।

অসূর্যা নাম তে লোকাঃ অন্ধেন তমসাবৃতাঃ।
তাংস্তে প্রেত্যাভিগচ্ছন্তি যে কে চাঽঽত্মহনো জনাঃ॥

'অন্ধ তমোদ্বারা আবৃত অসুরদের উপযোগী অসূর্য্য নামে যে-সকল জগৎ, আত্মঘাতী হয় যে-সব মানুষ তারা পরলোকে গিয়ে সেই-সকল জগতে পঁউছয়।'

আমরা চাই, অন্ধকারের বাইরে গিয়ে আমরা যেন জ্যোতি দেখতে পাই; আমাদের প্রার্থনা 'তমসো মা জ্যোতির্গময়', এবং More Light; আমাদের প্রার্থনায় আছে 'ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ', তিনি আমাদের বুদ্ধিবৃত্তিকে পরিচালিত করুন, 'স নো বুদ্ধ্যা শুভয়া সংযুনক্তু', তিনি আমাদের শুভ বুদ্ধির সঙ্গে যুক্ত করুন, বাইরের জগতের সৌন্দর্য্য আর মোহ যেন আমাদের অভিভূত ক'রে সার সত্যের সন্ধানের পথে বাধা না দেয়—

'হিরণ্ময়েন পাত্রেণ সত্যস্যাপিহিতং মুখম্।
তত্ত্বম্ পূষন্ন্ অপাবৃণু সত্যধর্মায় দৃষ্টয়ে॥

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

'সত্যের মুখ হিরণ্ময় পাত্রের দ্বারা আবৃত ; হে পূষাদেবতা, সত্যধর্ম দর্শনের জন্য তুমি তা সরিয়ে' দাঁও।'

আমাদের প্রার্থনা, যেন 'ভদ্রং কর্ণেভিঃ শৃণুয়াম দেবাঃ,' হে দেবগণ, যা ভদ্র তা আমরা কান দিয়ে যেন শুনি ; 'ভদ্রং পশ্যেম অক্ষভির্ যজত্রাঃ', হে পূজিত দেবগণ, যা ভদ্র তা আমরা চোখ দিয়ে যেন দেখি।

নানা দিক দিয়ে নানা প্রতিকূল অবস্থায় প'ড়ে আমাদের ভারতীয় মানবের মনের স্বাধীনতাটুকু লোপ পেতে ব'সেছে, বহু স্থলে লোপ পেয়েছে,—লোপ পেয়েছে ব'ল্‌বো না—মূর্চ্ছিত হ'য়ে প'ড়েছে, কারণ ভারতের সভ্যতার মূলে যে মন্ত্র আছে, সে-মন্ত্রটি অমর , সে মন্ত্র হ'চ্ছে মানুষের মানসিক আর আধ্যাত্মিক স্বাধীনতার মন্ত্র। ভারতের জীবনের বাইরের আবর্জনার মধ্যে, বাইরের রঙচঙ জগ্‌জগা, বাইরের প্রতিমার নশ্বর অলংকারের মধ্যে সেই মন্ত্র হ'চ্ছে অক্ষয় মণি। যতদিন উপনিষদ্ আর গীতার মধ্যে, বৌদ্ধশাস্ত্রের মধ্যে, সন্তবাণীর মধ্যে আর অন্যান্য ভারতীয় আচার্য্যদের বাণীর মঞ্জুষার মধ্যে সেই অক্ষয় নীতি বিদ্যমান থাক্‌বে, আর যতদিন শ্রদ্ধার সঙ্গে তার অনুশীলনের আর জীবনে প্রতিফলিত করণের স্বল্পমাত্রও চেষ্টা আমাদের মধ্যে থাকবে, ততদিন আমরা সকল দারিদ্র্যের সকল দৈন্যের সকল অভাবের মধ্যে একেবারে নিঃস্ব হবো না—আর বাহ্য পরাধীনতার রাহু আমাদের সভ্যতাকে একেবারে পূর্ণগ্রাস ক'র্‌তে পার্‌বে না।

ভারতের নিজস্ব প্রাচীন কৃতির বিশেষত্ব কোথায়, সে বিষয়ে অবশ্য মতভেদ আছে, আর তা থাকবেও। কেউ কেউ ভারতের ব্রাহ্মণশাসিত সমাজের বর্ণাশ্রম ভেদেই ভারতের বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান আছে মনে ক'রে সেইটিকেই রক্ষা কর্‌বার জন্য বদ্ধপরিকর। কেউ বা ভারতের সমাজবিশেষের সাধন বা সাধনের অঙ্গকে পরম পদার্থ ব'লে মনে করেন, যেন ভারতের সভ্যতার বা সংস্কৃতির পরিপূর্ণতা সেখানেই। আজকালকার মতো প্রাচীন যুগে এ বিষয়ে চিন্তা কর্‌বার আবশ্যকতা ছিল না, কারণ ভারতের বাইরের জগতের প্রতিকূল শক্তির সঙ্গে ভারতের সমাজের সংঘর্ষ হ'লেও, ভারতের ভাবরাজ্যের উপর বাইরে থেকে আজকালকার মতন এতো বড়ো সংঘাত কখনও ঘটে-নি—আজকাল যেমন ক'রে খ্রীষ্টান ও অখ্রীষ্টান ইউরোপ আর আমেরিকা, আর আরব-মনের সৃষ্টি ইস্‌লাম, আর এদিকে কিছু পরিমাণে চীন-জাপান, ভারতের মানসিক প্রগতির আর তার প্রাচীন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

সভ্যতানুমোদিত জীবনযাত্রার উপরে এসে প'ড়েছে, আর আমাদের বিক্ষুব্ধ ক'রে তুলেছে। এই-সব নানা দিক্ থেকে আমাদের উপর সংঘাত এসে পঁউছানোতে, মহাত্মা রামমোহন রায়, মহর্ষি দয়ানন্দ সরস্বতী, স্বামী বিবেকানন্দ, মহাত্মা গান্ধী, রবীন্দ্রনাথ প্রমুখ আধুনিক যুগের ভারতের শ্রেষ্ঠ মনীষীরা কিসে ভারতের ভারতীয়ত্ব, আর সেই ভারতীয়ত্ব রক্ষা করা আমাদের পক্ষে তথা বিশ্ব-মানবের পক্ষে কল্যাণকর হবে কি না, সে বিষয়ে চিন্তা কর্‌তে আর ভারতবাসীকে আশ্বস্ত কর্‌বার জন্য অভিমত দিতে বাধ্য হ'য়েছেন। ভারতের জীবনে যা সত্য যা শিব আর সুন্দর, তা এঁরা আংশিক-ভাবে বা পূর্ণ-ভাবে আমাদের চোখের সাম্‌নে ধর্‌বার প্রয়াস ক'রেছেন। ব্যক্তিগত পারিপার্শ্বিক, শিক্ষা আর রুচি অনুসারে এঁদের মতের ইতরবিশেষ হ'লেও, একটি বিষয়ে এঁরা সকলে একমত ; সকলেই সত্যকে শ্রেয় ব'লে মনে নিয়েছেন, আর বিশেষ পরীক্ষা ক'রে নিয়ে তবে সত্যকে স্বীকার ক'র্‌তে উপদেশ দিয়েছেন। সত্য নির্ণয় বড়োই কঠিন ব্যাপার ; সত্য তো কখনও পূর্ণরূপে মানুষকে ধরা দেয় না। মানুষের বুদ্ধির সাহায্যে সত্যনির্ণয় ক'র্‌তে হ'লে কিন্তু যুক্তিতর্কের অনুমোদিত পথ ধ'রে চলা চাই। এই পথে চ'ল্‌তে-চ'ল্‌তে, আমাদের অপ্রিয় কিছুতে যদি আমাদের নিয়ে যায়, তা-হ'লে দুঃখিত বা বিচলিত হ'লে চ'ল্‌বে না। যাতে আমাদের বিচলিত না ক'র্‌তে পারে, তদনুরূপ সত্যদিদৃক্ষুর উপযোগী দৃঢ়চিত্ততা আমাদের থাকা উচিত। এইরূপ দৃঢ়চিত্ততা, সত্যদ্রষ্টার অটল নির্ভীকতা প্রাচীন ভারতে ছিল। আধুনিক ইউরোপেও বহু ক্ষুদ্রস্বার্থ-প্রণোদিত মিথ্যার মধ্যে এই অটল সত্যানুসন্ধিৎসা যথার্থ জিজ্ঞাসুদের মধ্যে অতি স্পষ্টভাবে নির্ভীকভাবে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে। এই জিনিসটি নোতুন ক'রে ইউরোপ আমাদের দান ক'রেছে ; রেলগাড়ি, বিজ্ঞান, কলকারখানার চেয়ে এই দান-ই শ্রেষ্ঠ দান। হ'তে পারে, দু-পাঁচজন ইউরোপীয় প্রাচ্যবিদ্যাবিদ্ বা লেখক আধুনিক ভারতবর্ষকে পরাধীন, হীন, ভেদ-দ্বেষে পরিপূর্ণ দেখে, তার প্রতি ঘৃণার ভাব পোষণ ক'রে, প্রাচীন ভারতেরও প্রতি শ্রদ্ধার অভাব দেখিয়েছে, প্রাচীন ভারতের লাঘব কোনও জায়গায় ক'র্‌তে পেলে হর্ষের আতিশয্য দেখিয়েছে, সেদিকে আগ্রহ প্রকাশ ক'রেছে। কিন্তু যে কৌতূহল যে অনুসন্ধিৎসা আমাদের কাছে বুদ্ধকে অশোককে গুপ্তরাজগণকে তাঁদের যথার্থ স্বরূপে এনে দিয়েছে, আমাদের গৌরবময় অতীতকে বিস্মৃতির অতল থেকে আবার উদ্ধার ক'রেছে,' Serindia বা মধ্য-এশিয়া, Indo-china ইন্দোচীন, Insul-india বা ভারত দ্বীপপুঞ্জে যে এক বিরাট্ 'বহির্ভারত' ছিল, তাতে আমাদের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

পিতৃপুরুষ তত্তৎদেশের অর্ধসভ্য বা অসভ্য অধিবাসীদের সাহচর্যে যে বিরাট্ সভ্যতা গ'ড়ে তুলেছিলেন তার খবর আমাদের এনে দিচ্ছে, আমাদের পুরাতন সুহৃৎ সতীর্থ বৌদ্ধ চীনের মনোরাজ্যের সঙ্গে আমাদের পুনঃপরিচয় করিয়ে' দিয়েছে,—এক কথায়, 'আত্মানং বিদ্ধি', নিজেকে জানো, এই অনুজ্ঞা পালনের জন্য আমাদের পুর্ণ সহায়তা ক'রেছে, ক'র্‌ছে,—সে জিনিস নিতান্ত তুচ্ছ নয়, সে বিদ্যা আর সে বিদ্যালব্ধ ফলকে 'ওদের' ব'লে উপেক্ষা ক'র্‌লে আমাদেরই হানি—মানসিক, ঐহিক, উভয়বিধ হানি।

রামমোহন, রবীন্দ্রনাথ—এঁরা আমাদের সত্যদ্রষ্টার উচিত নিরপেক্ষভাব নিতে বলেছেন। এরা বিশ্বকে ভয় করেন-নি, বিশ্বকে বর্জন করেন-নি; জ্ঞাতি, ব'লে, বন্ধু ব'লে সাদরে মনোরাজ্যে বরণ ক'রে নিয়েছেন। ভারত যেখানে বিশ্বের বা বাইরের ভয়ে পালিয়ে' বেড়াচ্ছে না, কিন্তু নিজের গৌরবে দশের মধ্যে এক হ'য়ে বিরাজ ক'র্‌ছে, আমাদের দেশের সেইরূপ কতকগুলি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে আমাদের এই শান্তিনিকেতন আর তার এই নবীন মূর্তি বিশ্বভারতী হ'চ্ছে অন্যতম। এখানে ভারত তার নিজ কেন্দ্রে সুপ্রতিষ্ঠিত হ'য়ে থাকতে চাইছে, নিজের স্বরূপকে ভুল্‌তে চাইছে না, কেবলমাত্র বাহ্য-অনুষ্ঠান-গত স্বরূপকে নয়, তার অন্তরতম মানসিক আর আত্মিক স্বরূপকে; মনের স্বাধীনতাকে পুর্ণ স্ফূর্তি দিয়ে, সত্যের সাধনার সঙ্গে-সঙ্গে শিব আর সুন্দরকেও বরণ ক'রে নিয়ে, জ্ঞান আর সৌন্দর্য্যের ভাণ্ডার থেকে রত্নরাজী আহরণ ক'রে এনে, তার দ্বারা দেশের চিত্ত আর প্রাণের ভাণ্ডারকে পূর্ণ কর্‌বার চেষ্টা ক'রে।

শান্তিনিকেতনের সঙ্গে আমাদের যাদের যোগস্থাপনের সুযোগ হ'য়েছে, তাদের পক্ষে এই আদর্শের মূল্য বোঝা কঠিন হবে না। এখন আমাদের সকলের যত্ন করা উচিত, যাতে আমরা শান্তিনিকেতনের বা বিশ্বভারতীর যোগ্য কর্মী হ'তে পারি। আমাদের দায়িত্ব খুব-ই গুরুভার। বিশেষ এই ঘোরতর দুর্দিনে, যখন আমাদের এই যে শ্রেষ্ঠ রিক্‌থ—স্বাধীনচিত্ততা—তার উপর নানা দিক দিয়ে আক্রমণ আর আঘাত প্রত্যক্ষে আর পরোক্ষে এসে প'ড়্‌ছে। বাহ্য স্বাধীনতার চেয়েও প্রার্থিত, এমন কি আমাদের প্রাণের চেয়ে প্রিয় এই যে মানসিক স্বাধীনতা, এর আলো-কে আমাদের প্রত্যেকের মধ্যে ব্যক্তিগতভাবে জ্বালিয়ে' রাখ্‌তে হবে—অধ্যয়ন, আলাপ, আর চিন্তার দ্বারা। কিন্তু সমষ্টিগত-ভাবে আমাদের বড়ো কাজ আছে। যারা আমাদেরই মতন এক-ই পিতৃপুরুষ থেকে জাত, আমাদেরই মতন ভারতের প্রাচীন ধনের অধিকারী, তাদেরও মনে তাদের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

পুনরুজ্জীবিত অভিনব ভারতীয় Culture-এর সৌধ কেবল চোরাবালির উপর গড়া হবে মাত্র—তার কোনও সার্থকতা থাকবে না, দুদিনে তা আকাশ-কুসুমের মতো বিলীন হ'য়ে যাবে। গ্রামকে অবলম্বন ক'রে ভারতীয় সভ্যতার অনেক কিছু শ্রেষ্ঠ অঙ্গের বিকাশ হ'য়েছে। গ্রামের সঙ্গে আমাদের নাড়ীর টান ক'মে আস্‌ছে। মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ভদ্রপদ-বাচ্য ব্যক্তি আমরা, আমরা ভারতীয় Culture-এর উন্নতি সাধন ক'র্‌ছি বটে, কিন্তু আমরা নিজেরা শহুরে' হ'য়ে প'ড়েছি। ছবিতে গল্পে কবিতায় গ্রামের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য উপভোগ করি বটে, কিন্তু ম্যালেরিয়ার ভয়ে আর বিজলীর বাতি নেই ব'লে গ্রামে যেতে ভয় পাই—গ্রামের বাস্তু ভিটা ত্যাগ ক'রেছি, গ্রামের জনকে বর্জন ক'রেছি। প্রত্যেক মানুষের প্রশস্ততম কার্য্যক্ষেত্র সাধারণত হ'চ্ছে, যতদূর সম্ভব, নিজের সমাজের মধ্যে। Charity begins at home। প্রতিভাশালী ব্যক্তির কথা অবশ্য আলাদা, তাঁরা কেবল জানপদ বা পৌর মাত্র নন, তাঁদের ক্ষেত্র আরও বিরাট্, সমস্ত দেশ বা কখনও-কখনও সমগ্র পৃথিবীকে নিয়ে হ'য়ে পড়ে। শান্তিনিকেতনের ছাত্রদের নিজের দেশের আর নিজের-নিজের সমাজের কথা ভুলে গেলে চ'ল্‌বে না।

শান্তিনিকেতনের Culture বা উৎকর্ষ যাতে দেশের মধ্যে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়, তা যেন শান্তিনিকেতনের প্রত্যেক ছাত্রের চিন্তার বিষয় হয়। দেশ আমাদের দারিদ্র্যের নিপীড়নে ছারে-খারে যাচ্ছে। তার উপর নানাপ্রকার সামাজিক আবর্জনা আর বিভীষিকা আছে। তার জঙ্গুলে' আওতায়, তার যত আগাছার জটের মধ্যে প'ড়ে আমাদের দেশে সমস্ত প্রাণ শুখিয়ে' যাচ্ছে, ম'রে যাচ্ছে। প্রাচীন ভারতের শিক্ষা, উপনিষদের শিক্ষা যেন আমাদের শান্তিনিকেতনের মধ্যে দিয়ে এই শুষ্ক ক্লিষ্ট মৃতকল্প দেশে অমৃতের প্রভাব আন্‌তে সাহায্য করে। যেন তার আলোর সাম্‌নে, তার তীক্ষ্ণ দর্শন আর উৎসাহশীল প্রয়াসের সাম্‌নে সমস্ত অন্ধকার সমস্ত আবর্জনা দূরীভূত হ'য়ে যায়; এখানকার কলাভবনের ছাত্রদের দ্বারা দেশের জনসাধারণের মাঝে আগেকার কালের মতো সহজ সৌন্দর্য্য-বোধ আবার ফিরে আসে। আমাদের এখানে যে পটুয়ারা তাঁদের গুরুকে আশ্রয় ক'রে শিক্ষালাভ ক'র্‌ছেন, তাঁদের মধ্যে দু-চার জনে বড়ো চিত্রকর হ'য়ে দেশের মুখ উজ্জ্বল ক'র্‌বেন, এ আশা আমরা সহজেই ক'র্‌তে পারি। কিন্তু দেশের লোকের মধ্যে সৌন্দর্য্য-বোধ ফিরিয়ে' আন্‌বার জন্য বিশ্বভারতীর ছাত্রদের একটা আকাঙ্ক্ষা থাকা চাই—যে সৌন্দর্য্য-বোধকে আমাদের দেশে এখনও

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

সুদূর পল্লীগ্রামে সুন্দর-সুন্দর তৈজসে নানাপ্রকার মনোহর গৃহশিল্পে ফুটে উঠ্‌তে দেখা যায়। এ বিষয়ে যাঁর দ্বারা সেখানে যেটুকু সম্ভব হবে সেটুকু ক'র্‌তে পার্‌লে, ব্যক্তিগত চেষ্টায় অনেকটা কাজ ক'র্‌তে, দেশবাসীর সেবা ক'র্‌তে পারা যাবে। সেইরূপ ইতিহাস দর্শন সাহিত্যের ছাত্র, সংগ্রহ-রক্ষণ আর শিক্ষার ব্রত দিয়ে নিজ-নিজ ক্ষেত্রে কাজ ক'র্‌তে পার্‌বেন। গ্রাম-সংগঠন বিষয়ে আমাদের শ্রীনিকেতন থেকে কিছু পরিমাণে কাজ আরম্ভ হ'য়েছে, সেটা দেশের উপচিকীর্ষু, শান্তিনিকেতনের চিন্তাশীল ছাত্রের প্রণিধানের বিষয়। সমস্ত জা'তকে নিয়ে আমাদের এগোতে হবে। নইলে আমাদের Culture নিয়ে আমরা ভারতবর্ষের জনকতক ভদ্রশ্রেণীর লোক নিজের দেশেই পুরো পরবাসী হ'য়ে প'ড়্‌বো, আমাদের ভারত, ভারতীয় Culture হিসেবে, অতীতের বস্তু হ'য়ে প'ড়্‌বে,—অন্তরের শক্তির অভাবে আর ক্ষয়ে আর বাহ্য আক্রমণে। এই ক্ষয় রহিত করা-ই হ'চ্ছে আত্মরক্ষার একমাত্র উপায়—আমাদের Culture অবলম্বন ক'রে যাতে আমাদের জা'ত বেঁচে থাক্‌তে পারে।

শান্তিনিকেতনের ছাত্রদের এ বিষয়ে অবহিত হওয়া চাই। যে শিক্ষা তাঁরা এখানে পাচ্ছেন বা পেয়েছেন, কর্মজীবনে যেন তার পূর্ণতা হয়, যেন তার প্রয়োগ সাফল্যমণ্ডিত হয়। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের দ্বারা অনুপ্রাণিত প্রাচীন ভাগবতধর্মের এই তিনটি জিনিস দু' হাজার বছর আগে এক অনুসন্ধিৎসু শিক্ষিত গ্রীকের মনকে আকৃষ্ট ক'রেছিল; গ্রীক হেলিওদোর, বৈষ্ণব ভাগবতধর্ম গ্রহণ ক'রে তার উৎকীর্ণ বিদিশা-অনুশাসনে লিখে' গিয়েছেন—

'ত্রিণি অমুত পদানি সুঅনুঠিতানি
নয়ংতি স্বগং—দম, চাগ, অপ্রমাদ।

'তিনটি অমৃতপদ ভালো ক'রে পালন ক'র্‌লে স্বর্গে নিয়ে যায়—দম, ত্যাগ, অপ্রমাদ, অর্থাৎ আত্মদমন, নিস্পৃহতা, আর শুভ বুদ্ধিকে পরিহার না করা।' এই তিনটি অমৃতপদ প্রত্যেক মানুষের আত্মিক উন্নতির সহায়ক। এর পালনের দ্বারা যোগ্যতা অর্জন ক'র্‌তে হবে—সমাজের সেবার জন্য, নিজের শ্রেয়স্ লাভের জন্য।

তারপর আমাদের কাজ ক'র্‌তে হবে 'প্রণিপাতেন, পরিপ্রশ্নেন, সেবয়া'—শ্রদ্ধার সঙ্গে আচার্য্যদের শিক্ষাকে শ্রবণ ক'রে, সত্যানুসন্ধিৎসা-প্রণোদিত হ'য়ে প্রশ্ন ক'রে; আর মৈত্রীপরবশ হ'য়ে সেবা ক'রে—যেখানে যে অসহায় দুর্বল আতুর আত্মবিশ্বাসহীন, তার সেবা ক'রে, তার সহায় হ'য়ে, তাকে বল দিয়ে,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

তাকে জ্ঞান দিয়ে, তার মনে আত্মবিশ্বাস এনে। এইভাবে কাজ ক'র্‌লেই আমরা ব্যক্তিগত পরমার্থ লাভ ক'র্‌তে পার্‌বো, আর আমাদের পিতৃপুরুষ, আমাদের জ্ঞাতি-বন্ধু-ভ্রাতা, তথা বিশ্ব-মানবের প্রতি এইরূপেই আমাদের কর্তব্য ক'র্‌তে পার্‌বো, যথাশক্তি সমাজের সম্বন্ধে আমরা কিছুটা আনৃণ্য লাভ ক'র্‌তে পার্‌বো॥

শান্তিনিকেতন
৬ষ্ঠ বর্ষ, ১ম সংখ্যা
মাঘ, বঙ্গাব্দ ১৩৩১

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম